আজকের কাগজ

তারিখ 02 NOV 1993
পৃষ্ঠা... ২ ...কলাম ... ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি দলের ছাত্রনেতাকে গুলি করে হত্যা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের একদল সশস্ত্র তরুণের গুলিতে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছে। নিহত ছাত্রের নাম জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ। নিহত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্ব খাদ্য পরিপুষ্টি বিভাগের ছাত্র এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। অন্যান্য আহতরা হলো কবি জসীম উদ্দীন হলের সেকশন অফিসার আব্দুস সাত্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত পিয়ন আবদুল আলীম এবং আইবিএ-র দারোয়ান হায়দার। আহতদের মধ্যে আব্দুস সাত্তার এবং হায়দারের অবস্থা গুরুতর। এ সময় মহসিন এবং সূর্যসেন হলে অবস্থানরত পুলিশের নীরব ছিলো। কেন্দ্রীয় ছাত্র ঐক্য এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এ ঘটনাকে চাঁদার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সৃষ্ট ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দলের জের বলে দাবি করে। ছাত্র সংগঠনগুলো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার-কর্মচারিরা আজ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

জানা যায়, বেলা সোয়া ১১টার দিকে জিন্নাহ তার আরো দুই বন্ধুসহ সূর্যসেন হলের সামনে এসে চা খাচ্ছিলো। তখন ৭/৮ জন তরুণ তাদের ধাওয়া করে। জিন্নাহ'র অন্য দুই সঙ্গীর একজন মহসিন হলের দিকে এবং অন্যজন রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর সামনের মাঠ দিয়ে দৌড়ে পালায়। জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর উত্তর গেট দিয়ে বিল্ডিং-এর ১২৪ (ক) নম্বর কক্ষে ঢোকে। ঢোকে। সন্ত্রাসীরা জিন্নাহর পিছু পিছু ঢোকে এবং ওই কক্ষ ঢুকে তাকে লক্ষ্য করে পর পর তিন রাউন্ড গুলি করে। গুলি জিন্নাহর গায়ে না লেগে ঐ রুমেই দাঁড়িয়ে থাকা আবদুল আলীমের গায়ে লাগে। জিন্নাহ দৌড়ে ১২৪ (খ) নম্বর রুমে (চেক দেয়ার রুম) ঢুকে। এ সময় সন্ত্রাসীরা জিন্নাহকে লক্ষ্য করে আরো ৬ রাউন্ড গুলি করে। গুলি লেগে জিন্নাহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার গলা, পেট এবং পায়ে গুলি লাগে। সন্ত্রাসীদের এলোপাতারি গুলিতে একই কক্ষে কর্মরত আবদুস সাত্তার এবং হায়দার গুরুতর আহত হয়। আবদুস সাত্তারের পেটে এবং হায়দারের দু'পা ও গালে গুলি লাগে। তাদের রক্তে ১২৪ (খ) নম্বর কক্ষটি ভেসে যায়। গুলি করার সময় সন্ত্রাসী দলের দু'জনের হাতে কাটা রাইফেল ছিলো। তারা মোট ৯ রাউন্ড গুলি করে। সন্ত্রাসীরা রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর উত্তর গেটে দিয়েই বেরিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সূর্যসেন হলের সামনে সন্ত্রাসীদের একটি হোন্ডা ছিলো। হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তারা হোন্ডা ফেলেই চলে যায়। পরে অন্য একজন এসে হোণ্ডাটি নিয়ে যায়।

নিহত ছাত্রদল নেতা জিন্নাহ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর নিচতলার উত্তর পার্শ্ব ঘিরে ফেলে এবং নীচতলায় অবস্থানরত সাধারণ মানুষকে বের করে দেয়। আহতদের ছাপ ছাপ রক্তের দাগ প্রশাসনিক ভবনের নিচতলার কয়েকটি কক্ষে দেখা যায়। পুলিশ ১২৪(খ) নম্বর কক্ষ থেকে দু'টি গুলির খোসা উদ্ধার করে।

আহত ৪ জনকেই সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদের একজন পুলিশের গাড়িতে, ২ জন এ্যাম্বুলেন্সে এবং অন্যজনকে রিকশায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিন্নাহকে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই দুপুর ১-৩৫ মিনিটে জিন্নাহ মারা যায়। তার লাশ পৌনে ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে নিয়ে আসা হয়। কপি দেখুন গুরুতর আহত আব্দুস সাত্তারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল ৩-৩৫ মিনিট নাগাদ তার অপারেশন শেষ হয়, সফল অস্ত্রোপচারের পর আব্দুস সাত্তার এখন কিছুটা স্বাভাবিক। হায়দারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আব্দুল আলীমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

নিহত জিন্নাহর বাড়ি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের উত্তর কালিকাপুর গ্রামে। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে সে তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে বড়। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নূরুল ইসলাম। ঢাকায় সে ৭/ক ঝিকাতলার বাসায় থাকতো। জিন্নাহ গত ২০ অক্টোবর (১৯৯৩) বিয়ে করেছিলো। তার স্ত্রী নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী এবং বেগম শামসুন্নাহার হল শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহ-সভানেত্রী।

সন্ত্রাসী ঘটনার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারি এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে [illegible] বের করে। কর্মচারিরা আহতদের রক্তে ভেজা একটি তোয়ালে নিয়ে মিছিল করে। পরে এ মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রেজিস্ট্রার বিল্ডিংসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। হত্যা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারি সমিতি এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়।

মিছিল শেষে কেন্দ্রিয় ছাত্র ঐক্য অপরাজেয় বাংলায় এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। তারা শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসীদের সমূলে উৎপাটনের আহবান জানান। উভয় সংগঠন সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকাতেও সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে।

বিকেলে, ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ এবং প্রো-ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।